Sustainable Development

EP-20 : Water Resources & Conservation

গবেষণা, রচনা ও বেতার নাট্যরূপ : সায়েন্স কমিউনিকেটরস্ ফোরামের পক্ষ থেকে কৌস্তুভ চৌধুরী

চরিত্র ঃ পুরুষ - মহেশবাবু / প্রজা ১ (মধ্যবয়স্ক), সুরেশ (যূবক), রাজা, মন্ত্রী, দ্বারী, সেনাপতি ও প্রজা ২; **মহিলা** - দীপা, দাসী। **(বিঃ দ্রঃ মহেশবাবু ও প্রজা ১ একই ব্যাক্তি)**

ভাষ্য ঃ ডঃ মহেশ চক্রবর্তী একজন পুরাতত্ব বিশারদ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাচীন অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ ও হাভেলি নিয়ে গবেষণা করেন। এই উপলক্ষেই তিনি এসেছেন রাজস্থানের বারমেরে। এই বারমের হল থর মরুভূমির বুকে গড়ে ওঠা এক ছোট্ট শহর। এখানে আছে বলতে গুটিকয়েক মানুষ, উট, প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, কয়েকটি হাভেলি, একটা ছোট্ট রেল স্টেশান ও বিরাট সেনা ছাউনি। গবেষণার জন্য দলবল নিয়ে সেই রাজপ্রাসাদে এসে উঠেছেন মহেশবাবু। এখানেই নাটকের আখ্যান আরম্ভ।

পট - ১

মহেশ ঃ (চেঁচিয়ে) তাহলে এই কথাই রইল। আপনারা এক একজন এই প্রাসাদের এক এক দিক ঘুরে কোথায় কি আছে তার একটা নোট তৈরী করুন। আর আমি নিজে বাইরের দিকটা দেখছি।

সুরেশ ঃ স্যার, আপনি বাইরের দিকে যাবেন? আমি কি যেতে পারি আপনার সাথে?

মহেশ ঃ কে, সুরেশ? তুমি আমার সাথে বাইরেটা কাভার করতে চাও? বেশ, তো ... চলো।

দীপা ঃ স্যার আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।

মহেশ ঃ তুমিও যেতে চাও দীপা? বেশ তোমরা দুজনেই এসো আমার সঙ্গে।

সুরেশ ঃ স্যার, আমি একটু আগে বাইরেটা ঘুরে দেখছিলাম। মূল বিল্ডিং-এর বাইরে উত্তর-কোণে একটা অদ্ভুত চৌবাচ্চা আছে।

দীপা ঃ চৌবাচ্চ? এই কম্পাউন্ডের মধ্যে?

সুরেশ ঃ হ্যা, বিল্ডিং-এর বাইরে কিন্তু কম্পাউন্ডের মধ্যে। জায়গাটা খুব অদ্ভুত স্যার।

মহেশ ঃ অদ্ভুত কেন?

সুরেশ ঃ সেটা দেখলেই বুঝতে পারবেন স্যার। চৌবাচ্চাটা-কে ঘিরে অনেক ছোট ছোট ঘর। আর পুরো জায়গা একটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। যাতে ভেতরে কি হচ্ছে সেটা যেন বাইরে থেকে দেখা না যায়।

মহেশ ঃ তাই নাকি! চলো তো দেখি।

সুরেশ ঃ আসুন স্যার, এই দিকে।

[সংক্ষিপ্ত ইন্টারল্যুড মিউজিক]

সুরেশ ঃ এই যে স্যার ... এই জায়গাটা।

মহেশ ঃ বাঃ, দারুন তো। একটা বিরাট চৌবাচ্চা, আর তাকে ঘিরে অনেক ছোট ছোট ঘর। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ সুরেশ?

সুরেশ ঃ কি স্যার?

মহেশ ঃ এই চৌবাচ্চার ডিজাইনটা। ভেতরে কেমন ধাপ ধাপ করে সিঁড়ি কাটা আছে। যাতে নীচ অবধি কেউ অনায়াসে নেমে যেতে পারে।

দীপা ঃ আর সিঁড়িগুলো বেশ চওড়া চওড়া। মাঝে মাঝে আবার আলাদা বসার মত বাধান বেদী আছে।

সুরেশ ঃ আর নীচটাও বেশ চওড়া। অনেকে একসাথে দাঁড়াতে পারবে।

দীপা ঃ তাই তো দেখছি। কিন্তু এত রকমের ডিজাইন করার দরকার কি ছিল স্যার?

মহেশ ঃ ছিল ছিল। এটা কিন্তু তোমার সাধারন জল ভরার চৌবাচ্চা নয়।

সুরেশ ঃ তাই তো মনে হচ্ছে। জল ভরার হলে তো এতো সিঁড়ি বানাবার দরকার ছিল না।

মহেশ ঃ ঠিক! এটাকে বলে ঝালারা। এটা হল রাজাদের জল কেলির জায়গা ।

দীপা ঃ জল কেলি? মানে জলে খেলা?

সুরেশ ঃ (অবাক হয়ে) জলে খেলা? তার মানে?

মহেশ ঃ সুরেশ, এটা মরুভূমির দেশ। গরমকালে এখানে আগুন ঝরে পড়ে। তখন তো আর এয়ার কন্ডিশান যন্ত্র ছিল না। ফলে জলে বসে সময় কাটানোটা ছিল একটা বিনোদন।

সুরেশ ঃ তাই?

মহেশ ঃ এই যে বেদীগুলো দেখছো, এগুলো হল রানীদের। এক এক রানী এক এক বেদীতে বসতেন। আর রাজা চোখ বেঁধে রানীদের খুঁজতেন। খুঁজে পেলে রানীর গায়ে হাত দিয়ে বলতে হত রানীর নাম।

দীপা ঃ এতো আমাদের কানামাছি খেলা। ছোটবেলায় অনেক খেলেছি।

মহেশ ঃ ঠিক তাই। তখনকার দিনের রাজারাও খেলতেন।

সুরেশ ঃ এবার বুঝলাম চৌবাচ্চাটা ... মানে ঝালারাটা কেন এত বড়!

মহেশ ঃ কিন্তু এই ঝালারার আর একটা কাজ ছিল।

দীপা ঃ সেটা কি?

মহেশ ঃ সেটা হল জল সংরক্ষণ। বুঝতেই পারছ এখানে জলের খুব অভাব। ফলে এই ঝালারায় জলও ধরে রাখা হত। পূজা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে সেই জল ব্যাবহার করা হত।

সুরেশ ঃ স্যার, আমাদের টিমে যে জিওলজিস্ট এসেছেন, তিনি বলছিলেন এখানে ভূগর্ভ জলের স্তর অনেক নীচে। তাও সব জায়গায় পাওয়া যায় না।

মহেশ ঃ ঠিক তাই। গ্রীষ্মে মাটির তলার অ্যাক্যুইফার প্রায় জলশূন্য হয়ে পড়ে। রিচার্জিং পয়েন্টগুলো খুব কম আর অনেক দূরে দূরে। আর খরা প্রবন এলাকা বলে বৃষ্টিও হয় না। ফলে গোটা এলাকা প্রায় জলশূন্য হয়ে পড়ে।

দীপা ঃ তাই জল সংরক্ষণের ব্যাবস্থা।

মহেশ ঃ হুম ... এই ঝালারা ছাড়া আরো কিন্তু অনেক রকম জল সংরক্ষণের ব্যাবস্থা এখানে ছিল। যেমন বান্ধী, বাওয়ারি, টঙ্কা ...

দীপা ঃ জায়গাটা কিন্তু বেশ থ্রিলিং। কেমন যেন একটা গা ছমছমে ভাব আছে এখানে।

মহেশ ঃ ঠিক বলেছ দীপা। এই জায়গাটা আমাকে টানছে। কেন জানি না, মনে হচ্ছে আমি আগে এখানে ছিলাম।

সুরেশ ঃ ওরকম মাঝে মাঝে হয় স্যার। ঐতিহাসিক জায়গায় ...

মহেশ ঃ আমি ঠিক করেছি রাতে এখানে থাকব। তোমরা ক্যাম্পে ফিরে যাবে।

দীপা ও সুরেশ ঃ (একসাথে) আপনি একা থাকবেন স্যার?

মহেশ ঃ হ্যা একা ... এক্কেবারে একা। আমাকে জানতে হবে কেন এই জায়গাটা আমার এত চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

[পট পরিবর্তনের বাজনা]

পট - ২

ভাষ্য ঃ সন্ধ্যেবেলা কাজ শেষ হলে দীপা ও সুরেশ দলবল নিয়ে ফিরে গেল ক্যাম্পে। প্রাসাদে রয়ে গেলেন শুধু মহেশবাবু। এক্কেবারে একা। সেদিনটা ছিল পূর্ণিমা, আকাশ জুড়ে গোল থালার

মত রূপালী চাঁদ। জ্যাৎস্নার আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে প্রাসাদের শ্বেতপাথর। বসে থাকতে থাকতে মহেশবাবু একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। চেয়ে দেখেন ...

[নাটক]

[এখানে প্রাসাদজুড়ে তবলা, সেতার ও নানারকম বাজনার ধ্বনি শোনা যাবে। এখানে সেই শব্দ দিয়ে রাজাদের নাচমহলের পরিবেশ তৈরী করতে হবে।]

দাসী ঃ মহারাজ ...

রাজা ঃ দাসী? তুমি এ সময়ে? কি হয়েছে?

দাসী ঃ মহারাজ, ঝালারা জল দিয়ে ভর্ত্তি করা হয়ে গেছে।

রাজা ঃ (খুশী হয়ে) ও তাই? ভর্ত্তি হয়ে গেছে? রানীরা কোথায়?

দাসী ঃ মহারাজ, রানীমারা ওখানে চলে গেছেন।

রাজা ঃ তাই? রানীরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে? তাহলে তো যেতেই হয়।

মন্ত্রী ঃ কিন্তু মহারাজ দর্শনপ্রার্থী আছে।

রাজা ঃ (বিরক্ত হয়ে) এ সময়ে দর্শনপ্রার্থী? কারা? কি চায়?

মন্ত্রী ঃ তারা গ্রামেরই লোক মহারাজ। আমাদের প্রজা। গ্রামের কোথাও জল নেই ...

রাজা ঃ জল নেই তো আমি কি করব? ডাকো দেখি তাদের।

দ্বারী ঃ (চীৎকার করে) যারা দেখা করতে এসেছে, তাদের হাজির করা হো ... ক ...

[এখানে সমবেত কোলাহল দিতে হবে]

রাজা ঃ একি, এযে একেবারে দল বেঁধে এসেছে। বলো, কি তোমাদের অভিযোগ?

প্রজা ১ ঃ (ফিসফিস করে ভয়ে ভয়ে) এই তুই বল্।

প্রজা ২ ঃ (ফিসফিস করে ভয়ে ভয়ে) না না, তুই বল্।

রাজা ঃ (ধমক দিয়ে) কি গুজ গুজ ফুস ফুস করছ? তাড়াতাড়ি বলো। আমার সময় খুব কম।

প্রজা ১ ঃ (ফিসফিস করে ভয়ে ভয়ে) গত দুই মাস ধরে কোন বৃষ্টি নেই মহারাজ। কুঁয়োতে, পুকুরে কোথাও জল নেই। ক্ষেত যে শুকিয়ে ফুটি ফাটা হয়ে গেল মহারাজ।

রাজা ঃ ক্ষেত ফুটি ফাটা হয়ে গেল ... তা আমি কি করব? ন্যাকা।

প্রজা ২ ঃ মহারাজ, আপনি যদি একটু জলের ব্যাবস্থা করে দেন। খাবার জল নেই ... লোকে জল না পেয়ে মারা যাচ্ছে। ক্ষেতে ফসল শুকিয়ে যাচ্ছে। এভাবে চললে আমরা তো আর বাঁচবো না মহারাজ।

রাজা ঃ বটে! তা আমি কোথা থেকে জলের ব্যাবস্থা করব শুনি?

প্রজা ১ ঃ মহারাজ, শুনেছি এই রাজপ্রাসাদে একটা খুব বড় ঝালারা আছে। সেখানে আপনি রানীদের নিয়ে জলে খেলা করেন। যদি সেখান থেকে একটু জল ...

রাজা ঃ (রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে) কি? এত বড় স্পর্ধা? সেনাপতি সেনাপতি ...

সেনাপতি ঃ হুকুম করুন মহারাজ। সেনাপতি হাজির।

রাজা ঃ এখ্খুনি এদেরকে কারাগারে নিয়ে যাও। আটকে রাখো ফটকে। এক ফোঁটা জলও দেবে না। এত বড় স্পর্ধা ... বলে কিনা ঝালারার জল চাই ...

[পট পরিবর্তনের বাজনা]

পট - ৩

[কারাগারে বন্দি প্রজাদের ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতরানোর শব্দ]

প্রজা ১ ঃ উফ্ ... একটু জল ... একটু জল ...

সেপাই ঃ এই ... চুপ কর। জল জল করছিস কেন?

প্রজা ১ ঃ একটু জল দাও না সেপাইজী ... তেষ্টায় গলা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেলো গো।

সেপাই ঃ হুকুম নেই। তোদের এক ফোঁটা জলও দিবার হুকুম নেই।

প্রজা ২ ঃ কিন্তু আর পারছি না যে, জীভ শুকিয়ে যাচ্ছে। গলা টানছে ... তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

সেপাই ঃ সে হামি কি করব বল্। রাজার হুকুম ... একফোঁটা জলও দেওয়া যাবে না তোদের।

প্রজা ১ ঃ রাজার হুকুম ... রাজার হুকুম **(চিৎকার করে)** কি অপরাধ করেছি আমরা?

সেপাই ঃ তোরা মহারাজের কাছে জল চাইতে গেছিলি ... এটাই তোদের অপরাধ।

প্রজা ২ ঃ সেটা তুমি বুঝবে না সেপাইজী ... জল ছাড়া তো থাকো নি কখনও ... থাকলে বুঝতে।

প্রজা ১ ঃ কেন চাইতে গেছিলাম জল জানো ? জল ছাড়া চাষ করতে পারছি না। ক্ষেত শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। গ্রামে যে দুই একটা পুকুর ছিল সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

প্রজা ২ ঃ আর কুঁয়ো? শুকিয়ে তার তলা দেখা যাচ্ছে। আমাদের গ্রামে যে কোন নদী নেই, যে সব জল নিয়ে আসব।

সেপাই ঃ তা মহারাজ কি করবে? তোদের জন্য নদী কেটে দেবেন?

প্রজা ১ ঃ আমি শুনেছি অন্য যেখানে নদী আছে সেখানকার রাজারা চাষের জন্য সেই নদী থেকে খাল কেটে দেয়। একটা খাল কাটা তো আর মুখের কথা নয় সেপাইজী। অনেক টাকা লাগে। সেই টাকা আমরা কোথায় পাব? রাজাকেই এই কাজ করতে হয়।

সেপাই ঃ (ধমকে) চোপ্ ... যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। মেরে দাঁত ভেঙে দেবো একেবারে।

প্রজা ২ ঃ দাঁত ভাঙবে কেন? একেবারে মেরেই ফেলো না। তাহলে অন্তত তেষ্টার হাত থেকে বাঁচব।

প্রজা ১ ঃ মহারাজ এখন কি করছেন সেপাইজী?

সেপাই ঃ তিনি এখন রানীমাদের নিয়ে জলে নেমে খেলা করছেন।

প্রজা ২ ঃ (অট্টহাস্য করে) হা ... হা ... হা ... হা ... জলে নেমে খেলা করছেন! তাঁর প্রজারা এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার করছে ... আর মহারাজ খেলা করে জল নষ্ট করছেন ...

সেপাই ঃ চোপ্ বেয়াদব।

প্রজা ১ ঃ একটু জল দাও সেপাইজী ... তোমার পায়ে পড়ি ... আর পারছি না ...

সেপাই ঃ জল খাবি? দাড়া ...

[একটু পরে]

সেপাই ঃ এই নে ... তোদের জন্য এক ঘটি জল নিয়ে এসেছি।

প্রজা ১ ও ২ ঃ (একসঙ্গে) জল এনেছ ... জল এনেছ ... কই দাও ... দাও ...

সেপাই ঃ আগে লোহার গারদের মধ্যে দিয়ে হাতদুটো বাড়িয়ে দে ...

[এখানে লোহার গারদের মধ্যে হাত বাড়াবার ধাতব শব্দ দিতে হবে]

প্রজা ১ ঃ এই যে বাড়িয়ে দিয়েছি ... এবার জল দাও সেপাইজী।

সেপাই ঃ এই নে ... হাত পাত ... হাত পাত ...

[জল দেবার মুহূর্তে সেপাই পেতলের ঘটিটা ছুড়ে ফেলে দেবে। এখানে ঘটি ছুড়ে ফেলার ধাতব শব্দ দিতে হবে]

সেপাই ঃ (অট্টহাস্য) হা ... হা ... হা ... হা ...

প্রজা ২ ঃ (চিৎকার করে) এটা তুমি কি করলে সেপাইজী? জল ভর্ত্তি ঘটিটা ছুড়ে ফেলে দিলে। না ...আ ...আ ... আ ... **(চিৎকার)**

প্রজা ১ ঃ (কাতরাতে কাতরাতে) উফ্ ... আর পারছি না ... একটু জল দাও ... একটু জল ...

সেপাই ঃ মর্ তোরা মর্ ... জল না খেয়ে তেষ্টায় শুকিয়ে মর্। হা ... হা ... **(অট্টহাস্য)**

[পট পরিবর্তনের বাজনা]

পট - ৪

[পরদিন সকালবেলায় দীপা ও সুরেশ]

দীপা ঃ গুড মর্নিং সুরেশ।

সুরেশ ঃ গুড মর্নিং দীপা।

দীপা ঃ সুরেশ, স্যারের কোন খবর জানিস? কাল তো সারারাত একা একা ওই প্রাসাদের মধ্যে ছিলেন।

সুরেশ ঃ (চিন্তিত ভাবে) না রে। আমি এখনি যাব ঠিক করেছিলাম। তাই এই ফ্লাস্কে করে স্যারের জন্য কফিও নিলাম। তুই যাবি?

দীপা ঃ হ্যা আমারও খুব চিন্তা হচ্ছে। চল্, দুজনে একসঙ্গেই যাই।

[প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে]

সুরেশ ঃ এই তো এসে গেছি। কিন্তু কোথায় উনি? দাঁড়া, চেঁচিয়ে ডাকছি ... **(চিৎকার করে)** স্যার, স্যার ... কোথায় আপনি?

দীপা ঃ (চিৎকার করে) স্যার, স্যা ... আ ... আ ... আ ... র ...

[এমন সময় একটা গোঙানির শব্দ ভেসে আসবে]

সুরেশ ঃ এই দীপা, একটা গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে না?

দীপা ঃ হ্যা হ্যা ... ওই ... ওই দিক থেকে আসছে। চল্ তো দেখি।

সুরেশ ঃ (চমকে উঠে) এ যে স্যার! মাই গড! স্যার এই ঝালারার ধারে পড়ে আছেন। এই দীপা ... ধর ... ধর ...

দীপা ঃ স্যার, স্যার ... কি হয়েছে আপনার? আপনি এখানে পড়ে আছেন কেন?

মহেশ ঃ ক্কে কে? দীপা ... সুরেশ? তোমরা? আ ... আমি কো ... কোথায়?

সুরেশ ঃ স্যার, আপনি প্রাসাদের মধ্যে। কাল রাতে আপনি একা এইখানে ছিলেন।

মহেশ ঃ হ্যা ... হ্যা মনে পড়েছে, আমি ... আমি প্রাসাদে ছিলাম। তারপর ... তারপর ...

দীপা ঃ তারপর কি হয়েছিল স্যার? কোন বিপদ টিপদ হয়নি তো?

মহেশ ঃ তারপর ... আমি এখানে বসেছিলাম। একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছিল। তারপর হঠাৎ যেন এই প্রাসাদটা জেগে উঠল। আমি দেখলাম ... আমি দেখলাম ... আমি যেন একজন প্রজা। জল তেষ্টায় ছট্ ফট্ করছি। তারপর আর মনে নেই ...

দীপা ঃ আপনি তাহলে স্বপ্ন দেখেছিলেন স্যার।

মহেশ ঃ কি জানি? হতে পারে। কিন্তু আমার মনে হল জীবন্ত। কাল বলছিলাম না, এই প্রাসাদটা এত চেনা চেনা লাগছে কেন। রাতে মনে হল বহু বছর আগে আমি এখানে ছিলাম। জলের জন্য রাজার কাছে অভিযোগ জানাতে এসে রাজরোষে পড়েছিলাম।

সুরেশ ঃ কিন্তু স্যার, বিজ্ঞান তো পূর্বজন্ম বিশ্বাস করে না। আপনার ওটা স্বপ্নই ছিল।

মহেশ ঃ জানি না ... ওটা স্বপ্ন না!

দীপা ঃ এই সুরেশ স্যারকে কফিটা দে।

সুরেশ ঃ হ্যা, হ্যা ... এতক্ষন কফির কথা ভুলেই গেছিলাম।

মহেশ ঃ কফি এনেছ? গুড। **(একটু থেমে)** আচ্ছা সুরেশ, আমি একটা কথা ভাবছি। এখানকার লোকের তো সত্যিই খুব জলের কষ্ট। আমরা যদি সরকারের কাছে আবেদন করি এই ঝালারাটাতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করার জন্য, তাহলে কেমন হয়?

দীপা ঃ খুব ভালো প্রপোজাল স্যার। কিন্তু বৃষ্টিই তো এখানে খুব কম হয়।

মহেশ ঃ তাই যখনই হবে, তখনই যেন এখানে জল সংরক্ষণ করা হয়। ঠিক মত সংরক্ষণ করলে এই জল বেশ কিছুদিন থাকবে। তাতে আশেপাশের কিছু মানুষ অন্তত পানীয় জলটুকু পাবে।

সুরেশ ঃ ঠিকই বলেছেন স্যার। গ্রীষ্মের সাথে সাথে এখানে শুধু যে জলের অভাব ঘটে তা নয়, দেখা দেয় ভয়ঙ্কর সব জলবাহিত রোগ। এখানকার মানুষ পরিস্কার জল না পেয়ে, পচে যাওয়া, নোংরা জল ... যা পায় তাই খায়। ফলে যা হবার তাই হয়।

দীপা ঃ স্যার এটা একটা সুস্থায়ী উন্নয়নও হবে বটে।

মহেশ ঃ ঠিক বলেছ। তাহলে আমরা এটা নিয়েই সরকারের কাছে আবেদন করব। তাতে যদি এখানকার মানুষজনের একটু তেষ্টা নিবারণ হয়, তাহলে ক্ষতি কি !!

-X-X-X-X-